সংবাদ

তারিখ 4 APR ২০০৯
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্রলীগ দু'গ্রুপে সংঘর্ষের পর গতকাল জাবি ক্যাম্পাসে পুলিশের অবস্থান ও ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা —সংবাদ

জাবিতে ফের ছাত্রলীগ দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : আহত ১৫, আটক ৫

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে গতকাল ফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের কমপক্ষে ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে হলের শতাধিক কক্ষ ভাঙচুর ও মোবাইল ফোন, কম্পিউটারের হার্ডডিস্কসহ গুরুত্বপূর্ণ মালামাল চুরি হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে হামলায় জড়িত সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে সাভার থানা পুলিশ। তবে ছাত্রলীগের এক গ্রুপের অভিযোগ তাদের ওপর যারা হামলা চালিয়েছে তারা ক্যাম্পাসে সুবিধাবাদি হিসেবে পরিচিত। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে সে দলের নেতা পরিচয়ে তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

জানা যায়, গত ১০ মার্চ মীর মশাররফ হোসেন হলের ছাত্রলীগের প্রীতম-সাব্বির গ্রুপের নেতাকর্মীরা রিগান-পলাশ গ্রুপের ১৫/২০ নেতাকর্মীকে মেরে হল থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনার জের ধরে গতকাল শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে রিগান-পলাশ গ্রুপের নেতা জিসনের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি গ্রুপ হলের পেছনে ডাইনিং রুমের জানালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় হলের প্রায় সব ছাত্র ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। জিসনের নেতৃত্বে প্রবেশকারী নেতাকর্মীরা হলে প্রবেশের পর বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রীতম-সাব্বির গ্রুপের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর অতর্কিত হামলায় অনেকেই তাৎক্ষণিকভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রীতম-সাব্বির গ্রুপের ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়। এ সময় বেলাল (নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ), মামুন, মাহতাব ও দেলোয়ার (অর্থনীতি বিভাগ

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

সংঘর্ষ : দু'গ্রুপে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩৩তম ব্যাচ) রিমন, সুব্রত ও রনি (বাংলা বিভাগ ৩৫তম ব্যাচ), রবিন ও সেতু (বাংলা বিভাগ ৩৬তম ব্যাচ), লিটন (অর্থনীতি বিভাগ ৩৬তম ব্যাচ), বদিউর (ইতিহাস বিভাগ), শাহীন (বাংলা বিভাগ), রাফিউল ও সায়েমসহ (গেস্ট) প্রীতম-সাব্বির গ্রুপের অন্তত ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়। তাদের মধ্যে বেলাল, রিমন, সুব্রত, রনি, রবিন, লিটনসহ ৬ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে রবিন ছাড়া অন্যরা গতকালই ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল ছেড়ে বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি হন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন প্রীতম-সাব্বির গ্রুপের নেতাকর্মীরা বলেন, জিসনের নেতৃত্বে হলে যখন হামলা চালানো হয় তখন তারা ঘুমে ছিল। অতর্কিত হামলার কারণে তারা বেশি আহত হয়েছেন। এবং কোন প্রতিরোধ করতে পারেননি। হামলাকারীরা সাধারণ ছাত্রদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় বলে তারা অভিযোগ করেন।

এদিকে, শেষ রাতে হলে ভাঙচুরের শব্দে অনেকেই ঘুমন্ত অবস্থায় রুমের বাইরে চলে আসে। সাধারণ ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তারাও হামলার শিকার হন এবং আহত হন। সাধারণ ছাত্রদের অভিযোগ, হামলাকারীরা তাদের রুম ভাঙচুরের পাশাপাশি মোবাইল ফোন, কম্পিউটারের হার্ডডিস্কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রের মোবাইল ফোন লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

হামলার শিকার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অভিযোগ রিগান-পলাশ গ্রুপ এবং তাদের নেতা জিসান যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের হয়ে কাজ করে। গত বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থাকাকালে তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। এ গ্রুপের একাধিক সদস্য ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিকবার আটক হন।

হামলার পর সকাল ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ হলে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকটি হকিস্টিক, রামদা, রড ও প্লাস্টিক উদ্ধার করে।